জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২০১৩ - ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

পরিবর্তনের আট বছর

১১ জানুয়ারি-২০২০ তারিখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্প বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সভা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, সম্মানিত ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, সকল অনুষদের ডিন ও রেজিস্ট্রার।

বিগত আট বছরের অর্জন

অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সালে ২৮ নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ সরকারি কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ এর ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২০০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসে ৭ একর (প্রায়) জমির উপর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র-শিক্ষকরা ছিলেন আন্দোলন-সংগ্রামের সুপরিচিত মুখ। পাকিস্তানি জেনারেলদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের সুপরিচিত মুখ। পাকিস্তানি জেনারেলদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে ঢাকা কলেজ থেকে যেসব ছাত্রকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এই বিদ্যাপীঠ তাঁদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল আলম হাসু, রাজিউদ্দিন আহমদ রাজু, কাজী ফিরোজ রশিদ, কে এম সাইফুদ্দিন আহমদ, এমএ রেজা, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাইফুর রহমান, আখতারুজ্জামান, আমিনুল ইসলাম জিন্নাহ, ফজলে এলাহি মোহন, হুমায়ুন কবির শেলী,মুরাদ আলী, শরীফ ও আবুল হাসনাত প্রমুখ। এই তেজোদীপ্ত ছাত্রনেতাদের পেয়ে জগন্নাথ আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ছয় দফা আন্দোলনেও জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষিত হলে তার সমর্থনে সফল হরতাল পালনে ভূমিকা পালন করে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুজিব বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কাজী আরেফ আহমেদ ও চিত্র নায়ক ফারুক সহ আরো অনেকে। হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা শহরকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা।

দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে লিয়েন ছুটিতে ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করি। তখন দেখেছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, স্বচ্ছভাবে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই এবং সাথে সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় দেখেছি এখানে গবেষণার জন্য তেমন কোনো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ প্রজেক্ট ছিল না। ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তেমন কোন কার্যক্রম ছিল না, গৎবাঁধা কিছু অনুষ্ঠান ছাড়া। গত বছরের (২০১৯) নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর আমাকে ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এখানে আমি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান –এর সাথে কাজ করতে পারব জেনে উদ্দীপ্ত ছিলাম। আমি যোগদানের পরপরই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (১৮৩২১ জন) শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে জগন্নাথ বিশ্বিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এটি ছিল একটি কঠিন কাজ। এত সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উপাচার্যের নেতৃত্বে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষর্থীরাও এজন্য উপাচার্য মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। আমার যতদূর মনে পড়ে ২০১৩ সালে জগন্নাথে ২৮টি বিভাগ ছিল। বর্তমান উপাচার্যের একান্তায় আরও ১০টি বিভাগ খোলা হয়েছে। এর মধ্যে চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত এবং ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন বিভাগগুলো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য পুরনো ঢাকায় সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এর সবকিছুরই নেতৃত্বে ছিলেন মাননীয় উপাচার্য। গত কয়েক বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের জাতীয়, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসবের আড়ালেও উপাচার্যের সহযোগিতা সবসময় অত্যন্ত আন্তরিক ।

মুজিববর্ষের শুরুতে প্রাণঘাতি নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে ১৭ মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করছে। সংক্রমণ ব্যাধির দুর্যোগের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস খোলা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হতে দেখেছে, নিজ নিজ সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছে।

উপাচার্য মহোদয়ের চেষ্টায় করোনাকালে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করার জন্য মাত্র ৯৯ টাকায় রবি অপারেটরের কাছ থেকে ডাটা প্যাকেজ পাচ্ছে। শিক্ষাথীরা প্রতিষ্ঠানিক ই-মেইল ও পাচ্ছে তাদের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সমস্যা নিরসনকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এসবের নেপথ্যে যে ব্যক্তিটি দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, তিনি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ প্রক্রিয়াধীন। এত বড় বিশাল প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও উপাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের মেয়াদকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প ৪টি প্রোগ্রামের অধীনে শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার গুণগত ও আধুনিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বিভাগের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। হেকেপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রসায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত Chemistry for Health and Welfare শীর্ষক ICRAC এবং ইতিহাস বিভাগের আয়োজনে State and Society in South Asia : A Historical Perspective শীর্ষক সেমিনার ছিল উল্লেখযোগ্য।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ১০৭ জন অধ্যাপকের মধ্যে ৯৫ জনই পিএইচডি ডিগ্রিধারী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ কর্তৃক গবেষণা পত্রিকা ও বই প্রকাশনার সংখ্যা আগামীতে আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকাশনার সংখ্যা আগামীতে আরো বাড়বে বলে উপাচার্য মহোদয় আশ্বাস দিয়েছেন। বিগত তিন বছর যাবত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্টল বরাদ্দ পেয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা একাডেমিতে অংশগ্রহণ করছে। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই জগন্নাথ প্রকাশনায় স্বতন্ত্র মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস ক্যাডার, ব্যাংক ও পুলিশে কর্মরত রয়েছে। এমনকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেছেন। যা অনেক গৌরবের ও সম্মানের। সামগ্রিক দিক থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের অবদান অনন্য। উচ্চশিক্ষার পুনর্জাগরণে ও অসাধারণ নেতৃত্বের কারণে তিনি আগামীতেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

(অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ১১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে (ধূপখোলা মাঠ) অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর ***জনাব মোঃ আবদুল হামিদ***-এর আগমনের পর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি এম পি এবং সমাবর্তন বক্তা হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. অরুণ কুমার বসাক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। উল্লেখ্য, ১৮,৩১৭ জন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীবৃন্দের অংশগ্রহণে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল চারুকলা বিভাগের প্রদর্শনী, নাট্যকলা বিভাগের উদ্যোগে নাটক পরিবেশনা, এছাড়াও সঙ্গীত বিভাগের উদ্যোগে সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এক নজরে বিগত আট বছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রম		বিবরণ	২০১৩ পর্যন্ত	২০২১ পর্যন্ত
১।		**অবকাঠামোগত উন্নয়ন**		
	ক।	নতুন ক্যাম্পাস	-	কেরাণীগঞ্জে প্রায় ২০০ একর জায়গার ওপর নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ১৯২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	খ।	ইউটিলিটি ভবন	৩য় তলা পর্যন্ত	৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলায় উন্নীতকরণ
	গ।	ডরমেটরি ভবন	২য় তলা পর্যন্ত	২য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	ঘ।	একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৭ম তলা পর্যন্ত	৮ম তলা হতে ১৩ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ফিনিশিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া ফ্লোরসমূহে বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস শুরু হয়েছে।
	ঙ।	হল	-	২০তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন-এর উপর ১৬তলা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের উদ্বোধন করা হয়।
	চ।	ভূমি ক্রয়	-	নিজস্ব অর্থায়নে কেরাণীগঞ্জে ৭ একর ভূমি ক্রয় করা হয়েছে।
	ছ।	সংস্কার কাজ	-	বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ, রাস্তা ও ভবন সংস্কার করা হয়েছে।
২।		**একাডেমিক উন্নয়ন**		
	ক।	বিভাগ	২৮টি	৩৬টি
	খ।	অনুষদ	০৪টি	০৬টি
	গ।	ইনস্টিটিউট	-	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।
	ঘ।	এম.ফিল ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩২ জন	১৯৬ জন (বিগত আট বছরে ১৬৪ জন)
	ঙ।	পিএইচ.ডি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১০ জন	৭৯ জন (বিগত আট বছরে ৬৯ জন)
	চ।	MoU চুক্তি	-	দেশি-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত
	ছ।	বৃত্তি	-	বিগত আট বছরে ৪৭৮৮ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি ও অবৈতনিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৩।		**প্রকল্প ও গবেষণা**	-	প্রতি বছর শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।
৪।		**জার্নাল প্রকাশ**	-	ছয়টি অনুষদ থেকে নিয়মিত গবেষণা জার্নাল প্রকাশ হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ হতে আলাদা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।
৫।		**পাণ্ডুলিপি প্রকাশ**	-	২০১৬ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১৫টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অতি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে।
৬।		**গ্রন্থাগারের উন্নয়ন**		
	ক।	পুস্তক সংখ্যা	২৬৭৩৯টি	৩১৩২৬টি (নতুন ক্রয় ৪৫৮৭টি)
	খ।	ই-লাইব্রেরি	-	২০১৫ সালের ৩ মার্চ ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়
	গ।	ই-বুকস	-	১৪২৪০০ কপি
	ঘ।	ই-জার্নাল	-	২০১৬ সালের জুলাই হতে ৪টি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক পাবলিশার্সের ই-জার্নাল-এর সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
	ঙ।	পত্রিকা সংরক্ষণ শাখা	-	২০১৬ সাল থেকে ১৫টি এবং ২০১৯ সাল থেকে ২৩টি দৈনিক পত্রিকা রেফারেন্স শাখায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য রাখা হয়েছে।
	চ।	দ্বিতীয় শিফট চালু	-	শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কথা বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয় শিফটে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার চালু রাখা হচ্ছে।
	ছ।	মুক্তিযুদ্ধ কর্নার	৫৯৬টি	১৬১৭টি (বিগত আট বছরে নতুন ক্রয় ১০২১টি)
৭।		**তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন**		
	ক।	দ্রুত গতির Wi-Fi ইন্টারনেট	15 MBPS	600 MBPS
	খ।	আইপি ক্যামেরা	-	সার্বক্ষনিক মনিটরিং-এর জন্য আইপি ক্যামেরা স্থাপন
	গ।	ভার্চুয়াল ক্লাস রুম	-	ভার্চুয়াল ক্লাস রুম স্থাপন
	ঘ।	রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম	-	নিজস্ব পদ্ধতিতে Online Admission System তৈরি
	ঙ।	হিসাব বিভাগের অটোমেশন	-	কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ও হিসাব দপ্তরে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
	চ।	তথ্য সমন্বলিত ওয়েব সাইট	পুরতান ওয়েব সাইট	অধিক তথ্য সম্বলিত নতুন ওয়েব সাইট
	ছ।	শিক্ষার্থীর ডাটা	-	শিক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে

ক্রম		বিবরণ	২০১৩ পর্যন্ত	২০২১ পর্যন্ত
	জ।	Online Job Applicaiton	-	সম্প্রতি শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের চাকুরি ও পদোন্নতির জন্য Online এ আবেদন করার সিস্টেম চালু করা হয়েছে
৮।		**অন্যান্য উন্নয়ন**		
	ক।	শিক্ষক ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও আপগ্রেশেন নীতিমালা	নিয়োগ ও আপগ্রেডেশন নীতামালা-২০১২	যুগোপযোগী নিয়োগ ও আপগ্রেডেশন নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন
	খ।	গোষ্ঠী বীমা	-	২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য গোষ্ঠী বীমা চালু
	গ।	ডে-কেয়ার সেন্টার	-	শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।
৯।	ক।	শিক্ষক	২৯২	৬৮৫ (বিগত আট বছরে ৩৯৩)
	খ।	শিক্ষার্থী	১৮৫৮৯ জন	১৪,৫৬৫ জন
	গ।	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত	১ ঃ ৬৪ (প্রায়)	১ ঃ ২১ (প্রায়)
	ঘ।	কর্মকর্তা	১০৮	২১৪ জন (বিগত আট বছরে ১০৬ জন)
	ঙ।	কর্মচারী	১৭৮ জন	২৫৫ জন (বিগত আট বছরে ৭৭ জন) এছাড়াও ২৪০ জন দৈনিক হাজিরার ভিত্তেতে ও ৪৫ জন চুক্তি ভিত্তিতে কর্মরত রয়েছেন
১০।		**সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল**		
	ক।	বাংলা বর্ষবরণ	-	২০১৩ সাল হতে প্রতি বছর মহাসমারোহে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন হচ্ছে
	খ।	বসন্ত বরণ	-	২০১৪ সাল হতে বসন্তবরণ অনুষ্ঠান
	গ।	শরৎ উৎসব	-	২০১৪ সাল হতে শরৎ উৎসব চালু হয়
	ঘ।	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি উৎসব	-	বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে
১১।		**পরিবহন**		
	ক।	নিজস্ব পরিবহন	১২টি	৫৩টি
	খ।	এ্যাম্বুলেন্স	-	একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।
	গ।	বিআরটিসি বাস	১১টি	১১টি দ্বিতল বাস
	ঘ।	দুটি শিফট	-	যাতায়াতের সুবিধার্থে ২টি শিফটে ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
	ঙ।	ঢাকা সংলগ্ন জেলায় পরিবহন সুবিধা	-	ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলা/ উপজেলাতে পরিবহন সুবিধা দেয়া হচ্ছে (নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, গাউছিয়া, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ ও দোহার)।
১২।		**ক্রীড়া ক্ষেত্র**		
	ক।	ক্রীড়া কমিটি	-	বিভিন্ন খেলাধূলা পরিচালনার জন্য ক্রীড়া কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করা হয়।
	খ।	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা		বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃ বিভাগ ক্রিকেট, ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।
১৩।		বাজেট	২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের বাজেট ৩৩.২৩ কোটি টাকা	২০২১-২১ শিক্ষাবর্ষের বাজেট ১৫৭.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৫ সালের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী সরকারি জগন্নাথ কলেজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ২০ মার্চ ২০১৩ সালে অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর হতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের নতুন সূচনা হয়।

কেরাণীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস

১৯২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে ৯ অক্টোবর-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকের ১৪৬তম সভায় ১ হাজার ৯২০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প অনুমোদিত হয়। সভায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাস্টারপ্লান অনুযায়ী নতুন ক্যাম্পাসে একাধিক একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, মসজিদ এবং পরিবহন ও আধুনিক বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

অনুষদ/ ইনস্টিটিউট	অধ্যাপক	সহযোগী অধ্যাপক	সহকারী অধ্যাপক	প্রভাষক	মোট
কলা অনুষদ	১৯	৪০	৬২	১৯	১৪০
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	১৮	২৩	৪৭	০	৮৮
বিজ্ঞান অনুষদ	২৭	৩০	৫৩	১৩	১২৩
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	২১	২৫	৭৫	২০	১৪১
আইন অনুষদ	১	৬	৯	৫	২১
লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	১৮	৩৫	৮৭	১৬	১৫৬
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	০	৩	২	৬
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	০	৩	১	৪	৮
চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক	২	০	০	০	০
সর্বমোট =	১০৭	১৬২	৩৩৭	৭৯	৬৮৩

উচ্চশিক্ষায় গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

অনুষদ/ ইনস্টিটিউট	এমএ/ এমএসি	এমফিল	পিএইচডি	পোস্ট ডক্ট রাল	মোট
কলা অনুষদ	২	০	১৭	০	১৯
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	৪	২	১৫	০	২১
বিজ্ঞান অনুষদ	০	০	২৬	২	২৮
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	৭	৩	২৩	১	৩৪
আইন অনুষদ	০	০	২	০	২
লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	০	০	৪০	১	৪১
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	০	০	০	০	০
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	০	০	১	০	১
সর্বমোট =	১৩	৫	১২৪	৪	১৪৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	ছাত্র-ছাত্রী
কলা অনুষদ	৩০৭৩
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	৩০০৬
বিজ্ঞান অনুষদ	১৯৯৫
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	২৯১৫
আইন অনুষদ	৬৭৫
লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	২৩৪২
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৮৬
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	১২৩
	১৪৩১৫
এম.ফিল. ও পিএইচডি	২৫০
সর্বমোট	**১৪৫৬৫**

একাডেমিক উন্নয়ন

বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে তার একাডেমিক উন্নয়ন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- অধিক মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্দেশ্যে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে লিখিত পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ শুরু হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ৩৬টি বিভাগ ও দুইটি ইউনস্টিটিউটে নিজস্ব ডিজিটালাইজ প্রযুক্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এরফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সাশ্রয় ঘটবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।
- সঠিক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ও উচ্চ শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে।
- আধুনিক ও যুগোপযোগী নতুন ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ চালু করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি চালু হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পরিচালিত হচ্ছে।
- বিভিন্ন বিভাগের প্রজেক্টরসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্প বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় ল্যাবরেটরির উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরু করেছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্কুলটি ‘পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আই.ই.আর, জবি নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for English Language-কে পূর্ণাঙ্গ Institute of Modern Languages-এ রূপান্তর করা হয়।
- নিয়মিত বিভিন্ন বই ক্রয় করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারে পত্রিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহে জন্য আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি দ্বিগুন করা হয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা সহায়ক MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ফেলোশিপ, প্রি-ডক্টরাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান, একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।
- সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণিত, ফিজিক্স, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রার্থী নির্বাচনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ‘মুক্তিযুদ্ধ কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বই, পুস্তক, পোস্টার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে গুণগত পুস্তকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে বই ক্রয়ের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার প্রদান করা হয় এবং বই ক্রয় করা হয়।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে ই-বুকস ও ই-জার্নাল ব্যবহার করতে পারবে।
- বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শতাধিক এম.ফিল, পিএইচ.ডি গবেষণা তত্ত্বাবধানের বাইরেও ইউজিসি ও সরকারি অর্থায়নে একশ’ এর অধিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষদের জার্নাল নিয়মিত বের হচ্ছে।

বৃত্তি

শিক্ষবর্ষ	বিবরণ	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	মোট	সর্বমোট
২০১৩-১৪	মেধাবৃত্তি	৫০	৪৩	৯৩	
	অবৈতনিক বৃত্তি	১২৪	২৫	১৪৯	
	মোট	১৭৪	৬৮		২৪২
২০১৪-১৫	মেধাবৃত্তি	১৮০	৪২	২২২	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৪৫৩	৫৬	৫০৯	
	মোট	৬৩৩	৯৮		৭৩১
২০১৫-১৬	মেধাবৃত্তি	১৬১	৩৩	১৯৪	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৫৩২	৪৮	৫৮০	
	মোট	৬৯৩	৮১		৭৭৪
২০১৬-১৭	মেধাবৃত্তি	২২৪	২২	২৪৬	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৬২৫	৩৬	৬৬১	
	মোট	৮৪৯	৫৮		৯০৭
২০১৭-১৮	মেধাবৃত্তি	২৩১	৩৫	২৬৬	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৬৫১	৫৫	৭০৬	
	মোট	৮৮২	৯০		৯৭২
২০১৮-১৯	মেধাবৃত্তি	৩১৭	৩৭	৩৫৪	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৭৪৯	৫৯	৮০৮	
	মোট	১০৬৬	৯৬		১১৬২
				সর্বমোট	৪৭৮৮

এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তিকৃত গবেষকদের পরিসংখ্যান

শিক্ষাবর্ষ	এম.ফিল.	পিএইচ.ডি
২০১২-১৩	৩২	১০
২০১৩-১৪	১৯	৯
২০১৪-১৫	২৩	৯
২০১৫-১৬	২৫	১৪
২০১৬-১৭	৪০	৫
২০১৭-১৮	৪১	১৩
২০১৮-১৯	৩৫	৩১
সর্বমোট =	২১৫	৯১
ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষক	**১৯**	**১০**
মোট =	১৯৬	৭৯
ভর্তি/রেজিস্ট্রেশন বাতিল	২০	০৫
বর্তমানে গবেষক সংখ্যা	১৭৬	৭৪

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প

পরবর্তীতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পুনরায় ১০৭০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়।

ক) ইউটিলিটি ভবন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নকল্পে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইউটিলিটি ভবন সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

খ) ডরমেটরি ভবন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডরমেটরি ভবনের ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সম্পন্ন করা হয়েছে। সেখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৮০ জন শিক্ষক বসবাস করছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য তৃতীয় তলায় 'ডে কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

গ) একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি ও প্রশাসনিক ভবনের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (৮ম - ১৩তলা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১০ই মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হল 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' এর উদ্বোধন

২০১৩ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. বাংলাবাজারে অবস্থিত 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর ৯ম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী। গত ২২ অক্টোবর উপাচার্য অধ্যাপক ও ড. মীজানুর রহমান হলটির উদ্বোধন করেন।

ঙ। অন্যান্য উন্নয়ন

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা তৈরি ও মেরামত সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন মেরামত করা হচ্ছে।
- নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণের নিমিত্তে প্রকল্পের আওতায় ৮৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আসবাবপত্র, ১৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি মাইক্রোবাস, ১টি জিপ গাড়ী ক্রয় এবং ১০ লক্ষ টাকা বই ক্রয় করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২টি শিক্ষা গবেষণা উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লস এবং ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ "Reduction of Energy Consumption by Remote Access and Control" শিরোনামে একটি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৪টি প্রকল্পের অধীনে শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার গুণগত ও আধুনিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বিভাগের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হেকেপ প্রকল্পের আওতায় ৩টি উপ-প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম সমাপ্তি হয়েছে।
- এছাড়া উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ-
  - ক) ২০১৩ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১২০টি ল্যাপটপ, ৯৫টি ফটোকপিয়ার, ৬০টি মাল্টিমিডিয়া ক্রয় করা হয়েছে।
  - খ) ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
  - ঝ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্ত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য ভূমি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও আবাসিক সমস্যাসমূহ লাঘব করার জন্য বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়ন দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের বাঘৈর এলাকায় প্রায় ৭ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের অনুমোদন নিয়ে জায়গা ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সংস্কার করা সম্পন্ন করা হয়। ২০১৪ সালের ১৭ মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন।

প্রকল্প ও গবেষণা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে গবেষণা দপ্তর খোলা হয়। প্রতি অর্থ বছরে গবেষণা দপ্তর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত প্রকল্পগুলো থেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো প্রদানকৃত অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গবেষণা খাতে মোট ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ৪০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দের অধীনে ছিল ১৯টি প্রকল্প এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের অধীনে ছিল ৩৬টি প্রকল্প।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দ উন্নীত করে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১২০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট গবেষণা প্রকল্প ১৪৩টি।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১৩৩টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৪৭টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা রিভিউ এর পর্যায়ে রয়েছে।

জার্নাল প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। গবেষণা ও শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী বের করা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষায় রয়েছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে আরো ভূমিকা রাখবেন।

এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে Journal of Sciences, Journal of Arts, Journal of Social Sciences, Journal of Business Studies, Journal of Law এবং Journal of Life & Earth Sciences প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে।

শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ ও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের উৎসাহে ২০১৭ সালে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুরু হয়। ২০১৮ সালে প্রথম বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঁচ জন শিক্ষকের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়। এরপর ২০১৯ সালে ৫টি এবং ২০২০ সালে তিনটি পাণ্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও অদ্যবধি (২০২১ সাল) পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অমর একুশে গ্রন্থ মেলা ২০১৮-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করে। এরপর থেকে ২০১৯ ও ২০২০ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও চলতি বছর ২০২১-এর বইমেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্টল বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহাসিক প্রশাসনিক ভবনের আদলে গ্রন্থ মেলায় স্টল নির্মাণ করা হয়। স্টলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, বিভিন্ন অনুষদ থেকে প্রকাশিত জার্নাল, শিক্ষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ, বার্তা ও অন্যান্য মুদ্রণ উপকরণ স্থান পায়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে বিভাগের সকল তথ্য ও শিক্ষকগণের যাবতীয় তথ্য আপডেট রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।
- অটোমেশন পদ্ধতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফলে বেতন ও অন্যান্য হিসাবের দ্রুত তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের Salary Payment Statement, Loan Management, GPF Management, Cash Balancing এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাবলি এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Campus Network প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিভাগ এবং দপ্তরে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাহায্যে একটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে এবং WiFi এর মাধ্যমে তার বিহীন দ্রুত গতির ইন্টারনেট ও eduroam ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট Bandwidth 10 MBPS থেকে 600 MBPS করা হয়েছে।
- BdREN প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পাসে একটি আধুনিক Virtual Class Room স্থাপন করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Gratet Gi Gmail, Google Drive, Google Forms, Meel, Groups, Contacts, Google Classroom, Backup and sync সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ ও আপগ্রেডেশনের সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেস্ব তত্ত্বাবধানে ই-টেন্ডারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- অনলাইনে ক্লাস নেয়ার জন্য সম্মানিত শিক্ষকদের BdREN Zoom Account ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।
- Turnitin সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্মানিত শিক্ষকদের গবেষণাসমূহ Plagiarism Checking এর বাবস্থা করা হয়েছে।
- সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল আইডি Gmail এ স্থানান্তর করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের পরীক্ষা সংক্রান্ত পারিতোষিক বিল প্রদানের সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে।
- ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে Online Admission System চালু করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা যে কোন স্থান থেকে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রবেশপত্র সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাচ্ছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য Students Information & Result Processing System (SIRIPS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা অতি সহজে অনলাইনে ভর্তি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি জমা দেয়া, ট্রান্সক্রিপ্ট, ফাইনাল গ্রেডশিট, সেমিস্টার গ্রেডশিট এবং সনদপত্র পেতে শুরু করেছে।
- শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল আইডি Gmail এর মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এবং প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীদের ই-মেইল আইডি দেয়া হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের জন্য অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল আইডি কার্ড তৈরি করা হয়েছে।
- বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগের কাজ চলছে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সর্বদা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের পক্ষে কাজ করেছেন। আগে ঢাকা বলতে বর্তমান পুরানো ঢাকাকেই বুঝানো হতো। পুরানো ঢাকাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ঐহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সকল অপশক্তির তৎপরতা দূর করে আমাদের পুরানো ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এক্ষেত্রে ঢাকার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই বছর হতে মহাসমারহে বাংলা বর্ষবরণ পালিত হচ্ছে। বাংলা বর্ষবরণে থাকে বিশাল মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা-পুলির আয়োজন ও মেলার ব্যবস্থা।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে শরৎ উৎসব বসন্ত উৎসব পালিত হয়ে আসছে।
- এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কণ আয়োজিত হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের উদ্যোগে নাট্য মঞ্চায়ন এবং চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে নাটক, যাত্রা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্র

ক্রীড়াই তারুণ্যের প্রতীক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন থাকা আবশ্যক। আর সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গঠনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত শারীরিক ব্যয়াম ও খেলাধুলা করা উচিৎ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি ও পাঁচটি ক্রীড়া উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্রীড়া উপ-কমিটিগুলো হচ্ছে, ক্রীড়া উপ-কমিটি (ক্রিকেট), ক্রীড়া উপ-কমিটি (ফুটবল), ক্রীড়া উপ-কমিটি (হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, ভলিবল), ক্রীড়া উপ-কমিটি (এ্যাথলেটিকস্ ও সাতার) ও ক্রীড়া উপ-কমিটি ইনডোর গেমস (দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন)।

প্রতি সেশনে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি ও ক্রীড়া উপ-কমিটির সমন্বয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়ে থাকে। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করে ও কৃতিত্বে স্বাক্ষর রাখছে। এছাড়া জাতীয় ফেডারেশনগুলোর আয়োজিত প্রতিয়োগিতায় অংশগ্রহণ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ফেডারেশন সমূহে এফিলিয়েটেডভূক্ত হয়েছে।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। উল্লেখ্য নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩তম এসএ গেমসে চারুকলা বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের ছাত্রী মারজান আক্তার প্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে কারাতে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে স্বর্ণপদক অর্জন করে। এছাড়া কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১১-১২ সেশনের ছাত্র মোঃ শহিদুল ইসলাম বিসিবি কতৃর্ক ২৪শে নভেম্বর' ২০২০ হতে ১৮ই ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত “বঙ্গবন্ধু টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে” জেমকন খুলনা দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু প্রথম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় টেবিল টেনিস গেমসে মিশ্র দৈত ইভেন্টে সংগীত বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের ছাত্রী মাশরুকা বিনতে মিম ও ২০১৪-১৫ সেশনের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র এ টি এম সামসুদ্দিন সাগর জুটি স্বর্ণ পদক অর্জন করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের একক ইভেন্টে মাশরুকা বিনতে মিম রৌপ্য পদক অর্জন করে। এছাড়াও ২০১৯-২০ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত “বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মোঃ হোসাইন মুরাদ ‘লং জ্যাম্প’ এবং ‘ট্রিপল জ্যাম্পে’ অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ পদক অর্জন করে। এছাড়া প্রত্যেক ইভেন্টে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। ২০১৮ সালে দাবায় সাফল্যের প্রেক্ষিতে সাদা-কালো ৬৪ দাবা এসোসিয়েশন কর্তৃক সেরা দল (বিশ্ববিদ্যালয়) ২০১৮ পদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দাবা দল সেরা ঘোষিত হয়।

- এছাড়াও সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যগে সফলভাবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
- ক্রীড়া কমিটি ও ক্রীড়া উপ-কমিটির সহযোগিতায় এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।

পরিবহন

বর্তমান বিশ্বে যে কোন সেক্টরে পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর হতে পরিবহন সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত একটি অনাবাসিক বিদ্যায়তন। যে কারণে এর বিশাল কর্মকান্ড পরিবহন এর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু ২০ অক্টোবর ২০০৫ সালে। সাবেক জগন্নাথ কলেজ থেকে পাওয়া ২টি মাইক্রোবাস এবং ৪টি নন এসি মিনিবাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের যাত্রা শুরু হয়। পূর্ববর্তী উপাচার্যগনসহ বর্তমান উপাচর্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিবহন খাতের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা দীর্ঘদিনের না হলেও অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বর্তমানে ৩টি জিপ, ১টি কার, ১০টি মাইক্রোবাস, ৯টি মিনিবাস, ২৮টি বড় বাস, ১টি দ্বিতল বাস এবং ১টি এম্বুলেন্সসহ মোট ৫৩টি যানবহন পরিবহন পুলে বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৭টি যানবাহন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর সময়কালে পরিবহন পুলে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উপহার হিসেবে ১টি মাইক্রোবাস, ২টি বড় বাস মেঘনা গ্রুপ হতে, ১টি মিনিবাস ম্যাকসন্স গ্রুপ হতে, অগ্রণী ব্যাংক হতে ১টি বড় বাস, জনতা ব্যাংক হতে ১টি বড় বাস, থার্মেক্স গ্রুপ হতে ১টি বড় বাস এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তিগত যৌথ অর্থায়নে এম্বুলেন্সসহ মোটি ৮টি যানবাহন উপহার হিসেবে প্রাপ্ত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৫টি রুটে যানবাহন চলাচল করছে। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ১৫টি বড় বাস এবং বিআরটিসি থেকে ভাড়া করা ১১টি দ্বিতল বাস রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে অধিকতর সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ঢাকার বাইরের কয়েকটি জেলাতেও শিক্ষার্থীদের পরিবহন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। যেমন- জবি-নরসিংদী জেলা, জবি-মাওয়াঘাট (মুন্সিগঞ্জ জেলা), জবি-মেঘনাঘাট (নারায়ণগঞ্জ জেলা), জবি-নবীনগর (সাভার), জবি-গাউছিয়া, জবি-মুন্সিগঞ্জ সদর, জবি-কুমিল্লা, জবি-সিংগাইর (মানিকগঞ্জ জেলা), জবি-দোহার (ঢাকা জেলা)।

শিক্ষকদের যাতায়াতের জন্য ১০টি রুটে যানবাহন চলাচল করছে যার মধ্যে ৯টি রুটে এসি মিনিবাস, ২টি রুটে নন এসি মাইক্রোবাস, ১টি রুটে বড় বাস এবং কর্মকর্তাদের যাতায়াতের জন্য ৩টি রুটে বড় বাস চলাচল করছে। আরো কয়েকটি যানবাহন ক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাড়ী চালকদের জন্য সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবহন পুলের কর্মপরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব মেরামত কারখানা নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সেবা সমূহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। বর্তমান উপাচার্য ২০১৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি যুগোপযোগী আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরী হিসাবে পথ চলতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে আহবায়ক করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিন ও তিনজন একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং গ্রন্থাগারিক-কে সদস্য-সচিব করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ৯ টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং এখন এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ন আধুনিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ১০০টি ল্যাপটপ ক্রয় করে অনলাইন এর মাধ্যমে ই-বুকস ও ই-জার্নাল সেবা দেয়া হচ্ছে। ২০১৫ সালের ৩ মার্চ ই-লাইব্রেরি চালু করা হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বর্তমানে প্রায় ১,৪২,৪০০ ই-বুকস এবং খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক পাবলিশার্স এর ই-জার্নাল ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত মোট বইয়ের সংখ্যা- ৩১,৩২৬টি ও জার্নালের সংখ্যা ৮৯০টি, সাময়িকী- ১১৮৯টি।

সেবা সমূহ:

* ই-লাইব্রেরি সেবা * ই-জার্নাল সেবা/Online Journal * রেফারেন্স সেবা * প্রিজার্ভ পত্রিকা সেবা * মুক্তিযুদ্ধ কর্নার * Current Awareness Services * শিক্ষকদের বই লেনদেন সেবা * ক্লিয়ারেন্স সেবা * রিডিং সার্ভিস * ক্যাটালগ সার্ভিং সেবা * RemoteXs সেবা * Discovery সেবা

এছাড়াও এখানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের অন্যান্য সেবাসমূহ রয়েছে। যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক গবেষকগণ তাদের সকল তথ্য ও গবেষণার সহায়ক মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে থাকেন।

ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৭১১৮৪৪৯, www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।